HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – সমাজকর্মের শাখা

টপিক – ০১ সমাজকর্মের শাখার পরিচিতি

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সমাজকর্মের শাখার পরিচিতি
টপিক ০২: মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক
টপিক ০৩: চিকিৎসা সমাজকর্ম
টপিক ০৪: ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
টপিক ০৫: সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম
টপিক ০৬: বিদ্যালয় সমাজকর্ম
টপিক ০৭: শিল্প সমাজকর্ম
টপিক ০৮: প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম
টপিক ০৯: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১০: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সমাজকর্মের শাখার পরিচিতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সমাজকর্মের শাখার পরিচিতি

সমাজকর্ম একটি বহুমুখী পেশা (A Profession of many faces)। মানবজীবনের প্রায় সবদিকের তথ্যাদি ও উপাদান নিয়ে সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র বিস্তৃত। মানবজীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সমাজকর্ম সাহায্য করে।' বহুমুখী পেশা হিসেবে সমাজকর্ম অনুশীলনের কতগুলো বিশেষায়িত শাখা রয়েছে। ১৯৬০ সালের সমাজকর্মে অনুশীলন ক্ষেত্র প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্মীদের ভূমিকা চিহ্নিত করার জন্য নতুন পেশাগত প্রত্যয় (Professional concept) ও পেশাগত পরিভাষা (Professional terms) ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। মানুষের সমস্যার বিশেষ বিশেষ দিককে কেন্দ্র করে সমাজকর্মের নতুন নতুন শাখার বিকাশ ঘটে।

সমাজকর্মের শাখার পরিচিতি

বহুখাতভিত্তিক পেশা (A Profession of many faces) হিসেবে মানব চাহিদা পূরণের বিভিন্ন খাতে সমাজকর্ম অনুশীলন করা হয়। বিভিন্ন অনুশীলন ক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্মের কতগুলো বিশেষায়িত শাখার বিকাশ ঘটেছে। সমাজকর্ম জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের বাস্তব উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন প্রায়োগিক শাখার উদ্ভব হচ্ছে। সমাজকর্মের শাখাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

চিকিৎসা সমাজকর্ম (Medical Social Work);
ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম (Clinical Social Work);
সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম (Psychiatric Social Work);
শিল্প সমাজকর্ম (Industrial Social Work);
বিদ্যালয় সমাজকর্ম (School Social Wrok);
প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম (Gerontological Social Work) |

এছাড়াও গ্রামীণ সমাজকর্ম, পুলিশ সমাজকর্ম, মিলিটারি সমাজকর্ম (Rural Social Work, Police Social Work and Military Social Work) নামে বিশেষায়িত শাখা রয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – সমাজকর্মের শাখা

টপিক – ০২ মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক

মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক

This Topic is important for

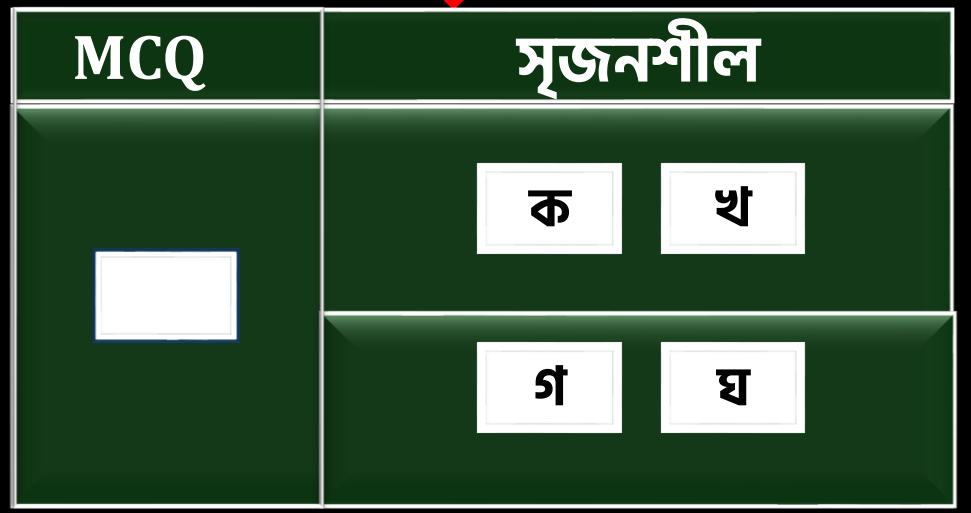

মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক

সমাজকর্মের বিশেষ শাখাগুলোর শিরোনাম হতে এগুলোর পরিধি ও প্রয়োগক্ষেত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে। সমাজকর্মের প্রতিটি শাখাই নির্দিষ্ট মানবিক সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে অনুশীলন করা হয়।

চিকিৎসা সমাজকর্ম (Medical Social Work) হাসপাতাল পরিবেশে সমাজকর্ম অনুশীলনের সহায়ক কার্যক্রম। এতে রোগ চিকিৎসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও মানবিক সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করা হয়। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও পদ্ধতি প্রয়োগ করাকেই চিকিৎসা সমাজকর্ম বলা হয়। যেসব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা রোগীর রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো সমাধানের সঙ্গে চিকিৎসা সমাজকর্ম সংশ্লিষ্ট।

চিকিৎসা সমাজকর্মের উদ্দেশ্য হলো চিকিৎসাধীন রোগীর সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে হাসপাতাল, ডাক্তার ও নার্সসহ সংশ্লিষ্টদের কাজের সমন্বয় সাধন করে রোগ চিকিৎসায় সহায়তা করা। চিকিৎসা সমাজকর্মে শুধু সেসব সামাজিক উপাদান (Social Component of illness) বিশ্লেষণ করে, যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে অসুস্থ্যতা এবং রোগ চিকিৎসায় বাধা সৃষ্টি করে।

মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম (Clinical Social Work) ব্যক্তি, পরিবার এবং ছোট দলের বিশেষ সমস্যা মোকাবেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মানসিক ও সামাজিক কার্যাবলীর সামঞ্জস্যহীনতা, বিকলাঙ্গতা, আবেগীয় ও মানসিক ভারসাম্যহীনতা প্রভৃতি অক্ষমতাজনিত সমস্যার সঙ্গে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম সম্পর্কিত। ব্যক্তি, পরিবার ও ছোট দলের মনোঃসামাজিক ভূমিকা পালনের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম অনুশীলন করা হয়।

শিল্প সমাজকর্ম (Industrial Social Work) শিল্প কারখানার শ্রমিকদের মানবিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণে সাহায্য করে। শিল্প শ্রমিকদের আবেগীয় সমস্যা, সামাজিক সম্পর্ক থেকে সৃষ্ট ফৎসহ অন্যান্য ব্যক্তিগত সমস্যা, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যেকার সম্পর্ক থেকে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলার সঙ্গে শিল্প সমাজকর্ম সংশ্লিষ্ট। শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের বিচিত্র ধরনের সমস্যা নিয়ে শিল্প সমাজকর্ম ব্যাপৃত।

মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক

বিদ্যালয় সমাজকর্ম (School Social Work) বিদ্যালয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে শিক্ষার্থীরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেগুলো মোকাবেলায় সাহায্য করে। বিদ্যালয় সমাজকর্ম একটি সহায়ক কার্যক্রম। উশৃঙ্খল, অমনোযোগী, স্কুল পালানো, স্কুল পরিবেশের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের ভয়ভীতি, হীনমন্যতা, শিক্ষার্থীদের আর্থিক সমস্যা প্রভৃতি সমস্যার সঙ্গে বিদ্যালয় সমাজকর্ম সংশ্লিষ্ট।

প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম (Gerontological Social Work) শিরোনাম হতে এর প্রয়োগক্ষেত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রবীণদের চাহিদা বা প্রয়োজন নির্ণয়, প্রবীণদের সমস্যা মোকাবেলা এবং প্রবীণ সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা নীতি, পরিকল্পনা ও সেবা প্রদানের সাংগঠনিক কাঠামো গঠনের সঙ্গে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম সংশ্লিষ্ট। প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং তাদের পরিবারের সমস্যা, প্রবীণ সেবা প্রদানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রবীণদের সংযোগ স্থাপন, প্রবীণদের জীবন মানোন্নয়নে ও সাক্ষণে সহায়তা প্রদান নিয়ে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম নিয়োজিত।

সমাজকর্মের বিশেষায়িত প্রায়োগিক শাখাগুলো বিশ্বব্যাপী সমাজকর্মীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সমাজকর্ম অনুশীলনের বিশেষ শাখাগুলোর উদ্ভব, বিকাশ ও প্রয়োগ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – সমাজকর্মের শাখা

টপিক – ০৩ চিকিৎসা সমাজকর্ম

চিকিৎসা সমাজকর্ম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

চিকিৎসা সমাজকর্ম

চিকিৎসা সমাজকর্মের ধারণা

Concept of Medical Social Work

চিকিৎসা সমাজকর্ম হলো একটি সহায়ক কার্যক্রম। হাসপাতাল পরিবেশে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধার সর্বোত্তম ব্যবহারে সহায়তা দান এর লক্ষ্য। চিকিৎসা সমাজকর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আরএ স্কীডমোর এবং এমজি থ্যাকারী বলেছেন, "স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং পদ্ধতি প্রয়োগ করাকেই চিকিৎসা সমাজকর্ম বলা হয়।" (Medical social work is the application of social work knowledge, skills, attitudes and values to the field of health and medicine.)*

সোশ্যাল ওয়ার্ক ইয়ার বুক (Social work year book) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, "স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ করাই চিকিৎসা সমাজকর্ম।"

সুতরাং বলা যায়, "চিকিৎসা সমাজকর্ম সমাজকর্মের এমন একটি বিশেষ প্রয়োগিক শাখা, যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, কৌশল এবং পদ্ধতি প্রয়োগ করে রোগীকে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার পূর্ণতম ব্যবহারে সহায়তা করা হয়।" যেসব সামাজিক ও মানসিক অবস্থা রোগীর রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি এবং চিকিৎসার পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে রোগীদের অক্ষম করে তোলে সেসব অন্তরায় দূর করার লক্ষ্যে সমাজকর্মের যে প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়, তাকে চিকিৎসা সমাজকর্ম বলা হয়।

চিকিৎসা সমাজকর্ম

চিকিৎসা সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
-Goals and Objectives of Medical Social Work

চিকিৎসা সমাজকর্মের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, চিকিৎসাধীন রোগীর সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে হাসপাতাল, চিকিৎসক, নার্সসহ সংশ্লিষ্টদের কাজের সমন্বয় সাধন করে রোগ চিকিৎসায় সহায়তা করা।

দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে, চিকিৎসার পর সেবা দান করে রোগের পুনরাক্রমণ রোধ এবং রোগীকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পুনর্বাসিত করে স্বাভাবিক জীবনযাপনে সক্ষম করে তুলতে সহায়তা প্রদান।

তৃতীয় লক্ষ্য হচ্ছে, স্বাস্থ্যবিধি ও পুষ্টিজ্ঞান দান করে জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি করা।

চিকিৎসা সমাজকর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে আমেরিকার চিকিৎসা সমাজকর্মী সমিতির (American Association of Medical Social Workers) মন্তব্য হলো, "চিকিৎসা সমাজকর্ম রোগীর সার্বিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালায় না। এটি শুধু সেসব সামাজিক উপাদান বিশ্লেষণ করে, যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে রোগীর অসুস্থ্যতা এবং চিকিৎসার কারণ হিসেবে দেখা দেয়। এগুলোকে রোগের সামাজিক উপাদান (Social Component of illness) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।"

চিকিৎসা সমাজকর্ম

চিকিৎসা সমাজকর্মের ইতিহাস

History of Medical Social Work

সমাজকর্মের বিশেষ শাখা হচ্ছে চিকিৎসা সমাজকর্ম, যার উৎপত্তি ও বিকাশ সাম্প্রতিককালের। চিকিৎসা সমাজকর্মের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করলে দেখা যায়, চিকিৎসা সমাজকর্ম ধারণার বিকাশ এবং উন্নয়নের পেছনে চারটি বিশেষ উৎস সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

চিকিৎসা সমাজকর্ম বিকাশের প্রথম উৎস: ১৮৮০ সালে ইংল্যান্ডে মানসিক রোগীদের রোগের পুনরাক্রমণ রোধের জন্য চিকিৎসাত্তোর সেবাদানের (After Care Service) গুরুত্বকে স্বীকৃতি দান। চিকিৎসা সমাজকর্ম বিকাশের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে ১৮৯০ সালে স্যার চার্লস এস লক (Charles S Loch)-এর উৎসাহে লন্ডনের ইংলিশ হাসপাতালের প্রাক্তন ছাত্রীদের দ্বারা গঠিত এলামনাই সংগঠন। এ সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা রোগীর সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা লাভের যথার্থতা এবং রোগীর কী ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন তা নির্ধারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ লাভের জন্য দরখাস্তকারীর সামাজিক অবস্থার তথ্য অনুসন্ধান এবং কী ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন তার মূল্যায়ন করার দায়িত্ব পালন করতেন।

চিকিৎসা সমাজকর্ম

চিকিৎসা সমাজকর্মের চতুর্থ উৎস হচ্ছে মেডিকেল ছাত্রদের সামাজিক এজেন্সীতে প্রশিক্ষণ দানের জন্য প্রেরণ। ১৯০২ সালে জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. চার্লস পি ইমারসন (Dr. Charles P Emerson) চিকিৎসা শিক্ষার অংশ হিসেবে সামাজিক এবং আবেগীয় সমস্যা অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের বিভিন্ন এজেন্সীতে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করার অনুরোধ করেন, যাতে তারা রোগের সাথে রোগীর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়।

উপরোক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১৯০৫ সালে চিকিৎসা সমাজকর্মের সর্বপ্রথম প্রয়োগ শুরু হয়। সমাজকর্মীদের একই সময় ম্যাসাচুসেটস, নিউইয়র্ক, বোস্টন এবং জন হপকিনস্ হাসপাতালের স্টাফ হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এসব হাসপাতালে চিকিৎসা সমাজকর্মীরা রোগীর সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের সঠিক তথ্য সরবরাহ করে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় ডাক্তারদের বিশেষভাবে সাহায্য করে। ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ড. রিচার্ড সি ক্যাবোট (Dr. Richard C Cabot) সর্বপ্রথম রোগ চিকিৎসায় সমাজকর্মীদের ভূমিকার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। যার ফলে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার বিভিন্ন হাসপাতালে সুষ্ঠু চিকিৎসার স্বার্থে চিকিৎসা সমাজকর্মীদের নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ১৯১৮ সালে আমেরিকায় চিকিৎসা সমাজকর্মী সমিতি গঠনের মাধ্যমে এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভকরে।

চিকিৎসা সমাজকর্ম

চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব

Importance of Medical Social Work

সার্বিক আর্থ-সামাজিক এবং চিকিৎসা, ব্যবস্থার আলোকে চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

বিশ্বায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও শহরায়ন প্রভৃতি কারণে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার প্রভাবে মানবিক ও সামাজিক সম্পর্ক মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। চিকিৎসাধীন রোগীর মানবিক ও সামাজিক দিকের যত্ন নেওয়া ডাক্তার এবং নার্সদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, অন্যদিকে একক পরিবার গঠনের প্রভাব রোগীর পরিবারের সদস্যরা পূর্বের যৌথ পরিবারের সদস্যদের মতো সেবাযত্ন করতে পারছে না।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় শুধু দৈহিক চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে ডাক্তার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা স্বীয় ভূমিকা পালনে ব্যস্ত ও তৎপর থাকেন। রোগের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত সামাজিক, মানসিক ও অন্যান্য উপাদানের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া তাদের পক্ষে সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

চিকিৎসা সমাজকর্ম

গণদারিদ্র্যের শিকার বৃহৎ সংখ্যক জনগোষ্ঠি। চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষধ, পথ্য, রক্ত প্রভৃতির ব্যয় বহনে অক্ষম দরিদ্র জনগোষ্ঠী চিকিৎসাবিহীন অবস্থায় শরীরে রোগ বহন করে জীবনযাপন করছে। তদুপরি নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের প্রভাব, জনগণকে চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে উদাসীন ও অক্ষম করে রেখেছে। নিরক্ষর ও অজ্ঞ জনগোষ্ঠী চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে যেমন অজ্ঞ, তেমনি চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে উদাসীন।

বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশে রোগমুক্তির পর রোগীর আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের কোনরূপ ব্যবস্থা নেই। অনেক ক্ষেত্রে পেশাগত পুনর্বাসনের অভাবে রোগমুক্তির পর অনেক রোগী ভিক্ষাবৃত্তি বা অন্য কোনো উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার অনেক রোগী হাসপতালে ভর্তি হয়। পরিবার পরিজন হারিয়ে বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসব রোগীরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। অনেক সময় দৈহিক রোগের চিকিৎসার স্বার্থে রোগীর অতীত ইতিহাস সম্পর্কে তথ্যাবলী জানার প্রয়োজন দেখা দেয়। তথ্য সংগ্রহের অভাবে তাদের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

চিকিৎসা সমাজকর্ম

রোগ চিকিৎসায় রোগীর সহযোগিতা, মনোবল এবং অংশগ্রহণের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু অজ্ঞতা, ভয়-ভীতি প্রভৃতি কারণে রোগীরা এরূপ সহযোগিতা দানে সবসময় সক্ষম হচ্ছে না।

চিকিৎসাধীন রোগী যদি পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল সদস্য হয়, তাহলে তার উপর নির্ভরশীল পোষ্যদের নিরাপত্তাহীনতার দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা রোগ চিকিৎসার অন্তরায় সৃষ্টি করে।

উপরোক্ত প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসা পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অজা হিসেবে হাসপাতাল ও মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা সমাজকর্ম কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

চিকিৎসা সমাজকর্ম

চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা

Role of Medical Social Worker

আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে চিকিৎসা সমাজকর্ম সারাবিশ্বে স্বীকৃত। পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকরী মেডিকেল টিমের গরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে চিকিৎসা সমাজকর্মী বহুমুখী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

সমাজকর্মীর মূল ভূমিকা হলো হাসপাতালে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক উপাদান দূরীকরণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান।

১৯৬০ সালে আমেরিকার হসপিটাল এসোসিয়েশন (Hospital Association) এবং জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (National Association of Social Workers) যৌথভাবে চিকিৎসা সমাজকর্মীদের নির্দিষ্ট কতগুলো ভূমিকা নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশে সমাজসেবা অধিদপ্তর হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য সেবায় চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা নির্ধারণ করেছে। এখানে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবায় চিকিৎসা সমাজকর্মীর প্রধান ভূমিকা উল্লেখ করা হলো।

চিকিৎসা সমাজকর্ম

১. রোগের সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আবেগীয় উপাদানের সম্পর্ক এবং গুরুত্ব বিষয়ে চিকিৎসকদের অবগত করানো।
২. চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা সদ্ব্যবহার করার স্বার্থে রোগী এবং তার পরিবারকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক উপাদান সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
৩. রোগী এবং তার পরিবারের সদস্যদের নৈতিক সাহায্য ও কল্যাণের প্রতি সচেতন থাকা।
৪. স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।
৫. রোগীকে যথাযথ সেবাদানের মাধ্যমে চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান করা।
৬. রোগী এবং তার পরিবারের কল্যাণে সামাজিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৭. হাসপাতালের নতুন পরিবেশে সামঞ্জস্য বিধানে রোগীকে সাহায্য করা।
৮. অস্ত্রপচারের পূর্বে রোগীকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা।
১. দরিদ্র রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ করা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – সমাজকর্মের শাখা

টপিক – ০৪ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম

সমাজকর্ম অনুশীলনে ক্লিনিক্যাল (Clinical) প্রত্যয়টি ব্যবহারের তাৎপর্য রয়েছে। ক্লিনিক্যাল (Clinical) প্রত্যয়টি সমাজকর্মের প্রত্যক্ষ অনুশীলন (Direct practice) অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি Clinical শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ Kline থেকে। Kline শব্দের অর্থ শয্যা (Bed) এবং প্রসারিত অর্থে শয্যার পাশে (At the bedside)। সুতরাং Clinical শব্দের অর্থ At the bedside অর্থাৎ, শয্যা পাশে, যা বলতে জনগণের দৈনন্দিন সাধারণ জীবন ক্ষেত্রকে নির্দেশ করছে (Location in people ordinary life space)। তবে Clinical পরিভাষার মধ্যে বিশেষ কতগুলো ইতিবাচক বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন-

Clinical শব্দ নির্দেশ করছে, যাকে সেবা প্রদান করা হবে, সে জীবিত ব্যক্তি। কারণ মৃত ব্যক্তিকে শুধু অধ্যয়ন (Study) করা যায়, সেবা করা যায় না।

নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণের পরিবর্তে সেবাগ্রহীতাকে স্বাভাবিক পরিবেশে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

এতে প্রত্যেক সেবাগ্রহীতা যে অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারি তার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। সেবাগ্রহীতাকে স্থবির বা সাধারণ তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ না করে অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ও সত্তার অধিকারী হিসেবে গণ্য করা হয়।

Clinical শব্দটি অসুবিধাগ্রস্ত মানুষের সেবা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। উপরিউক্ত সবগুলো দিকই Clinical Social Work ধারণ করে।

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের ধারণা

Concept of Clinical Social Work

অনেক পেশাদার সমাজকর্মী ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম পরিভাষাটি ব্যক্তি সমাজকর্ম (Social Case Work) অথবা সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্ক (Psychiatric Social Work) অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। যদিও এগুলোর সঙ্গে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের অনেক দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে।

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী, "সমাজকর্ম অনুশীলনের বিশেষ ধরন হলো ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম, যার মাধ্যমে ব্যক্তি, দল এবং পরিবারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সমাজকর্ম অনুশীলন করা হয়।" (Clinical Social Work is a specialized form of direct social work practice with individuals, groups and families.)

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম

আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি প্রকাশিত এ্যানসাইক্লোপেডিয়া অব সোশ্যাল ওয়ার্ক (Encyclopaedia of Social Work-NASW-1995) গ্রন্থের সংজ্ঞানুযায়ী, "ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম বলতে ব্যক্তি, পরিবার এবং দলের সঙ্গে অথবা তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে সমাজকর্ম অনুশীলন করাকে বুঝায়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সমাজকর্মীদের মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম অনুশীলন করা হয়। ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা সেবাগ্রহীতাদের নিয়ে তাদের সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তন এবং সামাজিক ও আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালায়।" (Clinical social work means practice primarily with and on behalf of individuals, families and groups by social workers trained in this specialization. Clinical social workers work with clients to bring about social and psychological change and to increase access to social and economic resources.)

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব

Importance of Clinical Social Work

আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) ১৯৮৪ সালে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে তাতে এর উদ্দেশ্য, জ্ঞানের ভিত্তি, অনুশীলন প্রক্রিয়া ও কৌশল প্রভৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতে বলা হয়েছে, "সব ধরনের সমাজকর্ম অনুশীলনের সঙ্গে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম অনুশীলন করা হয়। যার লক্ষ্য ব্যক্তি, পরিবার এবং ছোট দলের মানসিক ও সামাজিক ভূমিকা শক্তিশালী ও সংরক্ষণ করা। ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম অনুশীলন জ্ঞানের ভিত্তি হলো বিশেষ মানসিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানব বিকাশ সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব। ব্যক্তি এবং তার অবস্থার প্রেক্ষিত (Perspective of Person-in-Situation) হলো ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম অনুশীলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম আন্তঃব্যক্তিক মিথষ্ক্রিয়া (Interpersonal interactions), আন্তঃমানসিক গতিশীলতা (Intrapsychic dynamics), জীবনমুখী সমর্থন (Life Support) ও ব্যবস্থাপনা (Managment) বিষয়াদি পরিচালনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা চালায়। ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম প্রদত্ত সেবাসমূহ সমস্যা বিশ্লেষণ, সমস্যা নির্ণয় এবং সমস্যা সমাধানের সমন্বয়ে গঠিত।

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মের সাধারণ প্রক্রিয়াগুলো যেমন সম্পৃক্তকরণ, সমস্যা নির্ণয়, মূল্যায়ন, হস্তক্ষেপ, প্রতিরোধ ইত্যাদি (Engagement, assessment, intervention, evaluation, prevention) ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যক্তি, পরিবার ও ক্ষুদ্র দলের সমস্যা সমাধানে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম কার্যকর ভূমিকা পালন করে।।

অটিজম সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মের বিভিন্ন হস্তক্ষেপ কৌশল ব্যবহার করা যায়। সমাজকর্মের প্রত্যক্ষ ও সরাসরি হস্তক্ষেপের বিশেষ কৌশল হলো ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম। মানব বিকাশ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও তত্ত্ব (Theory) ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মে অনুশীলন করা হয়। ব্যক্তি ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া হলো ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মে হস্তক্ষেপের মূল কেন্দ্রবিন্দু। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, জীবনমুখী আত্মব্যবস্থাপনা, সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম অনুশীলন প্রত্যাশিত ফল বয়ে আনতে পারে।

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের প্রয়োগক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। মানব সমস্যা ও দুর্দশার সামগ্রিক দিকই এর পরিধিভুক্ত। ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতা, পরিত্যক্ত, বঞ্চিত এবং সহিংসতার শিকার মানবগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে। ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা উদ্বাস্তু, বেকার, দুর্বল ও অসহায় প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং গৃহহীনদের নিয়ে সমাজকর্ম অনুশীলন করে। ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা দাম্পত্যকলহ, পারিবারিক দ্রুহ, সামাজিক যোগাযোগহীনতা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সমস্যা নিয়ে কাজ করে। তারা শিক্ষণ, সমস্যাগ্রস্ত শিশু-কিশোরদের লিঙ্গ পরিচিতি সম্পর্কিত জটিলতা, ভূমিকা নির্ধারণ সমস্যা প্রভৃতি নিয়ে কাজ করে। ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা মাদকাসক্ত, অপরাধপ্রবণ এবং সহিংসতার শিকার জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করে। ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা স্বাস্থ্য ও মানসিকসেবা এজেন্সী, স্কুল, পরিবার ও শিশুকল্যাণ এজেন্সী, প্রবীণসেবা, অপরাধ সংশোধনী সংস্থা, সমষ্টিকেন্দ্র প্রভৃতি সেবামুখী এজেন্সীতে সমাজকর্ম অনুশীলন করে!

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – সমাজকর্মের শাখা

টপিক – ০৫ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম

সমাজকর্মের বিশেষ অনুশীলন শাখা হলো সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম। মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম অনুশীলনের (Social Work practice in a Mental Health Setting) বিশেষ পদ্ধতি হলো সাইকিয়াট্রিক বা মনোঃচিকিৎসা সমাজকর্ম। এটি মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সমাজকর্ম অনুশীলনের সহায়ক পদ্ধতি। মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে নিয়োজিত টিমের অন্যান্য সদস্যদের যেমন ডাক্তার, সাইকিয়াট্রিক নার্স, মনোচিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী এবং রোগীর পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় সমাজকর্মী মনোঃচিকিৎসা (Psychotherapy) এবং অন্যান্য সামাজিক সেবা প্রদান করেন।

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী হিসেবে ১৯০৭ সালে প্রথম নিয়োগ পান এলিজাবেথ হর্টন (Elizabeth Horton)। আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটি হসপিটাল সিস্টেমে তাঁকে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯২৬ সালে আমেরিকায় সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীদের পেশাগত সংগঠন আমেরিকান এসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার্স গঠিত হয়। ১৯৫৫ সালে এটি আমেরিকার ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ার্কার্স (NASW)-এর সঙ্গে সমন্বিত করা হয়।

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের ধারণা

Concept of Psychiatric Social Work

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম হলো মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় সমাজকর্মের জ্ঞান, তত্ত্ব ও দক্ষতা প্রয়োগের একটি সহায়ক পদ্ধতি। মানসিক রোগ চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসা টিমের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতায় সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা মানসিক রোগীদের (Mental disorder) সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে রোগ চিকিৎসায় সহাযোগিতা প্রদান করে।

মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক উপাদানগুলো সমাজকর্মীদের বিবেচ্য বিষয়। মানসিক চিকিৎসা দলের সদস্য হিসেবে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করেন।

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম অনুশীলনের তাত্ত্বিক কাঠামো সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, মনোচিকিৎসা, সমষ্টি মানসিক স্বাস্থ্য, নৃবিজ্ঞান হতে অর্জিত জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত। বর্তমানে স্নায়ুবিজ্ঞানের (Neuro Science) গবেষণা ও জ্ঞান মানসিক অসুস্থ্যতার জৈবিক-মানসিক ও সামাজিক দিক (Bio-psycho-social aspects of mental illness) উপলব্ধিতে সমাজকর্মীদের সহায়তা করছে।"

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব

Importance of Psychiatric Social Work

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ব্যাখ্যানুযায়ী স্বাস্থ্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য অন্যতম। দৈহিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক স্বাস্থ্যের সুস্থতা মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নির্ভরশীল। মানসিক অসুস্থ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক উপাদান বিশ্লেষণে সহায়তা করে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম।

চিকিৎসক এবং মনোচিকিৎসক (Psychiatrist) মানসিক অসুস্থ্যতার চিকিৎসা করেন। মানবিক সম্পর্কের (Human relationships) সমস্যা সমাধান করেন না। সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী মানবিক সম্পর্ক থেকে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলার মাধ্যমে মানসিক সুস্থ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম

চিকিৎসক এবং মনোঃচিকিৎসকগণ মানসিক রোগীকে হাসপাতালকেন্দ্রীক চিকিৎসার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। মনোঃচিকিৎসক প্রধানত অবচেতন (Unconscious), পারস্পরিক মানসিক উপাদান (Intrapsychic factors) এবং রোগীর ব্যক্তিত্বের (Individual personality) সামঞ্জস্যহীনতার চিকিৎসা করেন। মানসিক রোগীকে একক ব্যক্তি হিসেবে চিকিৎসা প্রদান করেন। সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা মানসিক রোগীকে একক ব্যক্তি হিসেবে নয়, সামগ্রিকভাবে অর্থাৎ মানসিক রোগীর পরিবারসহ সামাজিক পরিবেশের আলোকে মূল্যায়ন 'করেন। মানসিক রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ভূমিকা উন্নয়নে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তি এবং পরিবেশের মিথষ্ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট মানসিক অসুস্থ্যতা মোকাবেলায় সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম

উল্লেখ্য অতীতের মতো সমাজকর্মের বিশেষ শাখা হিসেবে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের স্বতন্ত্র সত্ত্বা ও বৈশিষ্ট্য বর্তমানে তেমন নেই। ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম অনুশীলনের প্রভাবে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – সমাজকর্মের শাখা

টপিক – ০৬ বিদ্যালয় সমাজকর্ম

বিদ্যালয় সমাজকর্ম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বিদ্যালয় সমাজকর্ম

বিদ্যালয় সমাজকর্মের ঐতিহাসিক পটভূমি

Historical Background of School Social Work

পেশাদার সমাজকর্মের বিকাশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবদান স্বীকৃত। তারই ধারাবাহিকতায় বিদ্যালয় সমাজকর্মের বিকাশে আমেরিকার অবদানই বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯০৬-০৭ সালে বোস্টন, হার্টফোর্ড এবং নিউইয়র্ক শহরের কমিউনিটি এজেন্সীগুলোর সহায়তায় প্রথম বিদ্যালয় সমাজকর্ম প্রয়োগ শুরু হয়। ১৯১৪ সালে সরকারি স্কুল ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত বাজেট হতে বিদ্যালয় সামজকর্ম কার্যক্রমের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ১৯৪৫ সালে আমেরিকায় ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্কুল সোশ্যাল ওয়ার্ক (National Association of School Social Work) গঠিত হয়। ১৯৫৫ সালে এটি জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (National Association of Social Workers-NASW)-এর সঙ্গে সমন্বিত হয়। আমেরিকার ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ার্কারস বিদ্যালয় সমাজকর্মের উন্নয়নের লক্ষ্যে স্কুল সোশ্যাল ওয়ার্ক কাউন্সিল (School Social Work Council) গঠন করে। বিদ্যালয় সমাজকর্ম অনুশীলনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্কুল সোশ্যাল ওয়ার্ক কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে। বিদ্যালয় সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে 'Social Work in Education' নামক জার্নাল নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

বিদ্যালয় সমাজকর্ম

বাংলাদেশে বিদ্যালয় সমাজকর্ম প্রবর্তন করা হয় ১৯৬৬ সালে। সাবেক পাকিস্তান আমলে ১৯৬৯ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রামের দু'টি স্কুলে স্কুল সমাজকর্ম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৭১ সালে আরো ৮টি স্কুলে এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়। এ কর্মসূচির সাফল্য আশানুরূপ না হওয়ায় ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে বিদ্যালয় সমাজকর্ম কথ করে দেওয়া হয়।

বিদ্যালয় সমাজকর্ম

বিদ্যালয় সমাজকর্মের ধারণা

Concept of School Social Work

বিদ্যালয়ের মূল কার্যক্রমের সহায়ক কার্যক্রম হলো বিদ্যলয় সমাজকর্ম। স্কুল পরিবেশের সঙ্গে সন্তোষজনক সামঞ্জস্য বিধানে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করাই বিদ্যালয় সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতার আওতায় শিক্ষার্থীদের স্কুল পরিবেশে সন্তোষজনক সামঞ্জস্য বিধান, স্কুল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং পরিবার ও সমষ্টির কার্যাবলীকে প্রভাবিত করে স্কুলের লক্ষ্যার্জনে সাহায্য করাই বিদ্যালয় সমাজকর্ম।

সাধারণত শিক্ষার্থী, পরিবার এবং শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা যেমন- স্কুল পালানো, শিক্ষার্থীদের আগ্রাসী আচার-আচরণ, শিক্ষার্থী পারস্পরিক বিদ্বেষমূলক মনোভাব, বিশেষ ধরনের দৈহিক, আবেগীয় অথবা আর্থিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন।

বিদ্যালয় সমাজকর্ম

বিদ্যালয় সমাজকর্মের সংজ্ঞা

Definition of School Social Work

স্কুল সমাজকর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আরএ স্কিডমোর এবং এমজি থ্যাকারী বলেছেন, "School social work is a service to children who have social and emotional problems which interfere with child-school adjustment." অর্থাৎ যেসব সামাজিক ও আবেগীয় সমস্যা স্কুল পরিবেশের সঙ্গে শিশুর সামঞ্জস্য বিধানে বাধার সৃষ্টি করে, সেগুলো মোকাবেলায় সেবা প্রদান করে বিদ্যালয় সমাজকর্ম। বিদ্যালয় সমাজকর্ম হচ্ছে এমন এক সেবামূলক কার্যক্রম, যা সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে যে সব শিক্ষার্থী স্কুল পরিবেশে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়ে স্কুল প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাদেরকে সহায়তাদানের লক্ষ্যে চালু করা হয়।

বিদ্যালয় সমাজকর্ম

বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব

Importance of School Social Work

শিক্ষা হলো মানব সম্পদ উন্নয়নের সর্বোত্তম কৌশল। মানুষের সুপ্ত প্রতিভা এবং সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমাজকর্মীরা শিক্ষার্থীদের Extended arm বা প্রসারিত হস্ত হিসেবে বিবেচিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনে বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব প্রসঙ্গে আরএ স্কিডমোর এবং এমজি থ্যাকারী (Rex A Skidmore and Milton G Thackeray) বলেছেন, "School Social Workers are an extended arm of the educator in fulfilling educational objectives."ও বিদ্যালয় পরিবেশে সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের উল্লেখযোগ্য কতগুলো দিক সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

বিদ্যালয় সমাজকর্ম

অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষার্থী যে পরিবেশে বসবাস করে অর্থাৎ শিক্ষার্থীর গৃহ, স্কুল ও কমিউনিটিতে এমন অনেক সমস্যা রয়েছে, যেগুলো শিক্ষার্থীর স্কুল পরিবেশে খাপ খাওয়াতে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। এসব সমস্যা মোকাবেলায় বিদ্যালয় সমাজকর্মী সাহায্য করে থাকেন।সমস্যাগ্রস্ত এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিকাশ (Developmental) এবং সামাজিক পরিবেশগত তথ্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্যবহারে সক্ষম হয়, সেজন্য বিদ্যালয় সমাজকর্মীরা বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে সাহায্য কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

বিদ্যালয় সমাজকর্ম অনুশীলনে নিয়োজিত সমাজকর্মীরা স্কুল এবং সামাজিক এজেন্সীর মধ্যে সংযোগকারীর ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবার যেসব সামাজিক এজেন্সী থেকে সেবা লাভ করে বিদ্যালয় সমাজকর্মী সেগুলোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করেন। স্কুল এবং শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনে সামাজিক এজেন্সীর সেবা লাভে সহায়তা করে বিদ্যালয় সমাজকর্ম।

বিদ্যালয় সমাজকর্ম

বাংলাদেশের মতো জনবহুল অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার দায়িত্ব স্কুল শিক্ষকের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। দুর্বল, অমনোযোগী ও কম মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের যথাযথ যত্ন নেওয়া শিক্ষক অভিভাবক কারো পক্ষে সম্ভব নয়। স্কুল পরিবেশে এরূপ সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব রয়েছে। বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকার সঙ্গে শিক্ষক, মনোবিজ্ঞানী, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়োগকৃত রিসোর্স টিচার, স্কুল ব্যবস্থাপকসহ স্কুল সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা সম্পৃক্ত। স্কুলের লক্ষ্যার্জনে এদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনে বিদ্যালয় সমাজকর্ম প্রয়োগ করা হয়।

স্কুলের পাঠক্রম এবং কর্মসূচি পরিকল্পনা (Curricular and program plannin) প্রণয়নে বিদ্যালয় সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করতে পারেন। টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে বিদ্যালয় সমাজকর্মীরা স্কুলের পাঠক্রম উন্নয়ন, স্কুল ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা বৃদ্ধি, স্কুল পরিচালনা নীতি পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

বিদ্যালয় সমাজকর্ম

শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা

Role of School Social Worker

শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে বিদ্যালয় সমাজকর্মীর সুনির্দিষ্ট ভূমিকাগুলো হচ্ছে-

১. উচ্ছৃঙ্খল, অমনোযোগী, স্কুল পালানো প্রভৃতি সমস্যাগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা প্রস্তুত করা।

২. শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে সমস্যার মানবিক, আবাসিক ও পারিপার্শ্বিক কারণগুলো অনুসন্ধান করা।

৩. সমস্যাগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে শিক্ষকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা।

৪. স্কুল ও শিক্ষার্থীর পরিবার তথা অভিভাবকের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

৫. স্কুল পরিবেশে চিত্তবিনোদন ও সৃজনশীল কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৬. মেধাবী অথচ আর্থিক সমস্যাগ্রস্ত ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৭. স্কুলের নিয়মিত বৈঠকে যোগদান করে ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যাবলী তুলে ধরা।

বিদ্যালয় সমাজকর্ম

৮. শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি করা।
৯. হতাশা, নৈরাজ্য, মানসিক যন্ত্রণা, হীনমন্যতা ও ভয়-ভীতির কবল থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষার ব্যবস্থা করা।
১০. শিশু-কিশোর সংগঠন গড়ে তুলতে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করা।
১১. স্কুলে লেখাপড়ার উন্নত পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করা।
মূলত বিদ্যালয়স সমাজকর্মী ছাত্র-ছাত্রী, স্কুল এবং পরিবার তথা অভিভাবকদের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারীর ভূমিকা পালন করেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – সমাজকর্মের শাখা

টপিক – ০৭ শিল্প সমাজকর্ম

শিল্প সমাজকর্ম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

শিল্প সমাজকর্ম

শিল্প সমাজকর্মের ধারণা

Concept of Industrial Social Work

শিল্প কারখানার পরিবেশে শ্রমিকদের জীবন মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদানে সমাজকর্ম জ্ঞান ও দক্ষতার অনুশীলনকে শিল্প সমাজকর্ম বলা হয়। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, শিল্প সমাজকর্ম হলো শ্রমিক ইউনিয়ন বা নিয়োগ কর্তৃপক্ষ অথবা উভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রমিকদের কর্মস্থল এবং কর্মস্থলের বাইরে সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে পেশাগত সমাজকর্মের অনুশীলন। (Industrial Social work is the professional social work practice usually conducted under the auspices of employers or labour unions or both for the purpose of enhancing the employees' over all quality of life within and beyond the work setting.)' শিল্প কারখানার শ্রমিকদের কর্মস্থলে সৃষ্ট সামাজিক ও আবেগীয় সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম অনুশীলনই শিল্প সমাজকর্ম।

শিল্প সমাজকর্ম

শিল্প সমাজকর্মের প্রকৃতি

Nature of Industri Social Work

সমাজকর্ম বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের মাধ্যমে শিল্প শ্রমিকদের চাহিদা, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং বৃহৎ সংগঠনের লক্ষ্যার্জনে সহায়তা প্রদানই শিল্প সমাজকর্ম। শিল্প সমাজকর্ম অনুশীলনে নিয়োজিত সমাজকর্মীরা যেসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সেগুলোর মধ্যে কাউন্সেলিং (Counseling); সহায়ক দল গঠন (Organization of support group); বস্তুগত বা বাস্তব সেবা, ভোক্তাদের জন্য এ্যাডভোকেসী সেবা, বাস্তবায়িত কমিউনিটি সেবার সঙ্গে শ্রমিকদের সম্পৃক্তকরণ, শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিনিধি এবং ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শ্রমিক ইউনিয়ন ও শিল্প কারখানার নীতি নির্ধারক ও 'সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের পরামর্শ সেবা ইত্যাদি। শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের বিচিত্র ধরনের সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীদের সেবা প্রদান শিল্প সমাজকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শিল্প সমাজকর্ম

শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা

Role of Industrial Social Worker

শিল্প সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মের সবগুলো পদ্ধতি যেমন ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম, সমষ্টি সংগঠন, সমাজকর্ম গবেষণা ও প্রশাসন প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। শিল্প কারখানায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পর্যায়ে সরাসরি সমাজকর্ম সেবা প্রদান করা হয়। শিল্প কারখানার শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সমস্যা যেমন মাদকাসক্তি, হতাশা, হীনমন্যতাবোধ, বৈবাহিক এবং পারিবারিক সমস্যা, শিশু বিকৃত (Child abuse) ব্যবহার প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের সমস্যা মোকাবেলায় শিল্প সমাজকর্মে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। "ব্যক্তিগত বা পারিবারিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি দক্ষ ও উৎপাদনশীল শ্রমিক হতে পারে না" -এরূপ দর্শনের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুশীলন করা হয়। সাক্ষাৎকার, কাউন্সেলিং প্রভৃতি কৌশল প্রয়োগ করে সমাজকর্মীরা শিল্প কারখানার সংশ্লিষ্ট সমস্যাগ্রস্তদের সাহায্য করেন।

শিল্প সমাজকর্ম

শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের মধ্যে অভিন্ন সাধারণ সমস্যগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিয়ে আট থেকে বার জনের দল গঠন করে সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীরা সাহায্য করেন। যেমন- মাদকাসক্ত শ্রমিকদের অভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় চিকিৎসা দল গঠন করে (Treatment group) সমাজকর্মীরা সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেন। এতে দলীয় অভিজ্ঞতাকে সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে, অভিন্ন সাধারণ সমস্যাগ্রস্ত পাঁচ অথবা ছ'টি শিল্প শ্রমিক দম্পত্তিদের নিয়ে দল গঠন করে সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী সাহায্য করেন। এক্ষেত্রে দলীয় মিথষ্ক্রিয়া (Group interaction) সমস্যা সমাধানের কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নিজেদের সমস্যা উপলব্ধি এবং মানবীয় সম্পর্ক উন্নয়নে দলীয় মিথষ্ক্রিয়া পরিচালনার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকর্মী উদ্দেশ্যমূলকভাবে দলীয় মিথষ্ক্রিয়া পরিচালনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে শিল্প শ্রমিকদের সাহায্য করেন।

শিল্প সমাজকর্ম

সমাজকর্মী পেশাগত সেবা প্রদানের মাধ্যমে শিল্প কারখানা যে সমষ্টিতে অবস্থিত এবং শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকগণ যে সমষ্টিতে বসবাস করেন সে সমষ্টির সামগ্রিক দিক উপলব্ধিতে এবং সমষ্টি সম্পদ ব্যবহারে সাহায্য করতে পারেন। শিল্প ব্যবস্থাপকদের সমষ্টির সমস্যা, আইন এবং অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য প্রদানে সমাজকর্মী সহায়তা করেন। শ্রমিক এবং ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সমষ্টি চেতনা, সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংহতি বৃদ্ধিতে সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন। সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হলো সমাজকর্ম প্রশাসন। সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় পরিণত করার প্রক্রিয়া হলো সমাজকর্ম প্রশাসন। সমাজকর্ম প্রশাসনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা শিল্প কারখানার পরিবেশে প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। শিল্প কারখানায় সমাজকর্ম প্রশাসনের লক্ষ্য হলো শিল্প কারখানা গৃহীত সামাজিক নীতিকে (Industrial Social Policies) সমাজসেবায় পরিণত করতে সহায়তা করা। অনেক সময় সমাজকর্মীরা শিল্প কারখানায় প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। আবার কখনো পরামর্শক বা উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। করেন।

এছাড়াও বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে (যেমন- মে দিবস, মানবাধিকার দিবস, বিশ্ব ধূমপানমুক্ত দিবস) সেমিনার, ওয়ার্কসপ, সম্মেলন ইত্যাদির আয়োজন করে সমাজকর্মীরা ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – সমাজকর্মের শাখা

টপিক – ০৮ প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম

প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম

সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো প্রবীণসেবা (Services for the aged)। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী বহুমাত্রিক সামাজিক সমস্যার তালিকায় নতুন সংযোজিত সমস্যা হলো প্রবীণ সমস্যা। প্রবীণ সমস্যা স্বাভাবিক, সর্বজনীন এবং বিশ্বব্যাপী। জনবিজ্ঞানীদের মতে আগামী শতাব্দীতে যেসব সামাজিক সমস্যা মানবজাতিকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত ও উদ্বিগ্ন করে তোলবে, সেসব সমস্যার মধ্যে প্রবীণ সমস্যা অন্যতম।

প্রবীণ কারা?

প্রবীণ জনগোষ্ঠী নির্ধারণে বয়সকে মানদন্ড হিসেবে ধরা হয়। বিভিন্ন দেশে প্রবীন জনগোষ্ঠী নির্ধারণে বয়সকে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হলেও বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে চাকরি হতে অবসর গ্রহণের বয়স পরিবর্তন করে কোন ক্ষেত্রে ৫৯ বছর, কোন ক্ষেত্রে ৬০ বছর। আবার অনেক চাকরির ক্ষেত্রে ৬৩ বা ৬৫ বছর ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় প্রবীণ নীতিতে ৬০ বছর বয়সের উর্ধ্বের জনসংখ্যাকে প্রবীণ জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়েছে।

প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম

জাতিসংঘের বিশ্লেষণ অনুযায়ী স্বল্পোন্নত-দেশে ৬০ বছর বয়স হলে তাকে প্রবীণ ধরা যায়। যাদের বয়স ৮০ বছরের অধিক তাদেরকে জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগ প্রবীণদের প্রবীণ (Oldest old) হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবসর গ্রহণের গড় বয়স, বিদ্যমান আইন, স্বাস্থ্যগত অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে ৬০ বছর বয়সকে বার্ধক্যের পরিসংখ্যান সম্মত বাস্তব সীমা বলে মনে করা যায়।

প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম

প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্মের ধারণা

Concept of Gerontological Social Work

প্রবীণদের বিশেষ জনগোষ্ঠী (Special populations) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রবীণ কল্যাণের প্রতি বিশ্বের সবদেশে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের বিশেষ অনুশীলন ক্ষেত্র, যাতে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মনোঃসামাজিক চিকিৎসা, প্রবীণদের প্রয়োজনীয় সমাজসেবা কার্যক্রমের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য কর্মসূচি প্রণয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। (Gerontological social work is an orientation and specialization in social work concerned with the psychoscial treatment of older people- the development and management of needed social services and programes for older individuals.)

প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম

সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো প্রবীণকল্যাণ। প্রবীণদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রমের সমষ্টিকে প্রবীণকল্যাণ বলা হয়। অসুস্থ্যতা, বার্ধক্যজনিত নিস্তেজ ও দুর্বলতা, জরাগ্রস্ততা, একাকীত্ব, হীনমন্যতা, নির্ভরশীলতা প্রভৃতি বহুমুখী সমস্যায় প্রবীণরা জর্জরিত। আর্থিকভাবে দরিদ্র, দৈহিক ও মানসিক রোগ, সামাজিক মর্যাদা ও সামাজিক ভূমিকার অবনতি, অতীতের ব্যর্থতা ও সফলতার অনুভূতি, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের অবনতি ইত্যাদি বহুমুখী সমস্যায় প্রবীণ জনগোষ্ঠী আক্রান্ত। বিশ্বব্যাপী প্রবীণদের সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

প্রবীণকল্যাণের মূল লক্ষ্য হলো, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন এবং জীবনযাপনের নেতিবাচক উপাদানগুলো মোকাবেলার মাধ্যমে প্রবীণদের সুখী, আনন্দময় এবং অধিক অর্থবহ জীবনযাপনে সাহায্য করা হয়। প্রবীণকল্যাণের প্রধান তিনটি খাত হলো-

প্রবীণদের চাহিদা ও প্রয়োজন নির্ণয় (Assessing the needs of senior citizen);

প্রবীণদের সমস্যা মোকাবেলা করণ (Deal with the problems of older peoples);

প্রবীণসেবা সংশ্লিষ্ট নীতি, পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক কাঠামো গঠন (Policy, planning and organizational structure related to the services of older peoples).

প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম

প্রবীণ কল্যাণের বিশেষ কতগুলো উপাদান

Social Factors of Gerontological Social Work

প্রবীণ কল্যাণের বিশেষ কতগুলো উপাদান (Special Factors) এখানে উল্লেখ করা হলো-

১. দৈহিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করার মত পর্যাপ্ত আয় (An adequate income to ensure physical necesities.);

২. সম্ভাব্য সর্বোত্তম মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য (The best possible physical and mental health);

৩. প্রবীণদের জন্য উপযুক্ত প্রবীন বান্ধব গৃহায়ন, যেখানে তারা একা বা যৌথভাবে বসবাস করে (Suitable housing whether they live alone or with others);

৪. প্রবীণদের ইচ্ছানুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (Opportunity for employment if they wish to work);

প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম

৫. সম্মান ও মর্যাদা সহকারে অবসর গ্রহণ (Retirement in honour and dignity)।
৬. প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্য ও শক্তি পুনরুদ্ধারমূলক সেবা প্রদান (Restorative services for those in institutions)।
৭. অর্থবহ কার্যক্রমের মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করা (Pursuit of meaningful activity)।
৮. প্রবীণদের বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্য কার্যকর সমফিভিত্তিক সেবা প্রদান (Efficient community services for special needs) |
৯.প্রবীণদের স্বাস্থ্য ও সন্তোষজনক জীবন টেকসই এবং উন্নত করার জন্য গবেষণা পরিচালনার সুযোগ গ্রহণ (Benefits from research to sustain and improve their health and happiness) ।

প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম

প্রবীণকল্যাণে সমাজকর্মীর ভূমিকা

Social Worker's Roles in the Welfare of Old Peoples

প্রবীণদের সামাজিক ভূমিকা পালন সামর্থ্য জোরদার করার লক্ষ্যে প্রবীণদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ থেকে সমস্যা সমাধান পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজকর্মীরা বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করতে পারেন। প্রবীণ সেবাদানকারী সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্মীরা প্রবীণকল্যাণে যেসব ভূমিকা পালন করতে পারেন, সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম

প্রবীণকল্যাণ কার্যক্রম অধিক গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা মধ্যস্থতাকারীর সেবা (Brokering Services) প্রদান করতে পারেন। সব সমাজেই প্রবীণদের জন্য কোন না কোন ধরনের প্রবীন সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবায়িত সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে সমাজের সব মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সমান নয়। প্রবীণদের মধ্যে এমন অনেক সদস্য রয়েছেন যারা যাতায়াত, যোগাযোগ, তথ্যজনিত অজ্ঞতা প্রভৃতি বিরাজমান সমস্যার প্রভাবে প্রাপ্ত সেবা গ্রহণে অক্ষম হয়।

প্রবীণকল্যাণে সমাজকর্মীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো কেস ম্যানেজমেন্ট (Case Management)। প্রবীণসেবা একটি দীর্ঘস্থায়ী কার্যক্রম। বিভিন্ন এজেন্সী এবং পেশাদার ব্যক্তিগণ প্রবীণসেবায় নিয়োজিত। কেস ম্যানেজমেন্ট এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতার পক্ষে বিভিন্ন সামাজিক এজেন্সী প্রদত্ত সেবাগ্রহীতাদের প্রয়োজন নির্ণয়ের ভিত্তিতে সেবা পরিকল্পনা, অনুসন্ধান এবং পরিবীক্ষণ পকরা হয়। (Case management is a procedure to plane, seek and monitor services from different social agencies on behalf of a client.)"

প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম

প্রবীণদের পরামর্শ সেবা (Counseling services) প্রদান সমাজকর্মীর ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত। প্রবীণদের সমস্যা মোকাবেলায় প্রদত্ত সেবাগুলোর মধ্যে পরামর্শ সেবা অন্যতম। কাউন্সেলিং হলো ব্যক্তি, পরিবার ও দলকে উপদেশ, বিকল্প উপায় বর্ণনা, লক্ষ্য নির্ধারণে সাহায্য প্রদান, প্রয়োজনীয়। তথ্য সরবরাহকরণ ইত্যাদির কার্যক্রমের মাধ্যমে নির্দেশনার প্রক্রিয়া (a procedure to guide) |

প্রবীণ দিবা-যত্ন সেবা (Adult day-care services) উন্নয়নে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারেন। প্রবীণদের সেবা প্রদানের বিশেষ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হলো প্রবীণ দিবাসেবা (Adult day care services)। সমাজকর্মীরা এসব সেবাকেন্দ্রে কাউন্সেলিং সেবা, মধ্যসথ্যঅকারী সেবা সেল, দল সমাজকর্ম সেবা, প্রতিষ্ঠানের প্রবীণ সেবা পরিকল্পনা ইত্যাদি কার্যক্রমে ভূমিকা পালন করতে পারে।

পাশ্চাত্যের উন্নত বিশ্বে প্রবীণকল্যাণে সমাজকর্মীরা প্রবীণ দত্তক সেবা (Adult foster care services) কার্যক্রমে সাহায্য করেন। প্রবীণদের নিজ কামিউনিটিতে বসবাসের জন্য দত্তক সেবা এবং দলগত আবাসিক গৃহ (Foster care and group home) ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়। দত্তক গ্রহণকারি পরিবারের সঙ্গে প্রবীণদের খাপ খাওয়াতে সমাজকর্মীরা দত্তক সেবা (Foster care) প্রদান করে।

প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম

প্রবীণ সংরক্ষণ সেবার (Adult protective services) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান সমাজকর্মীদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। যেসব প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য মৌলিক সেবা থেকে বঞ্চিত, তাদের সংরক্ষণে সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারে।

হাসপাতাল এবং নার্সিং হোমে প্রবীণ বান্ধব সমাজসেবা প্রদানে সমাজকর্মীরা তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারেন। হাসপাতাল এবং নার্সিং হোমে সমাজকর্মীরা যে সব খাতে ভূমিকা পালন করতে পারেন সেগুলো হলো প্রবীণদের সামাজিক চাহিদা নির্ণয়, প্রবীণ এবং তাদের পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যশিক্ষা, প্রবীণদের জন্য প্রত্যক্ষ কাউন্সেলিং সেবা, এ্যাডভোকেসী সেবা, কমিউনিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল ও নার্সিং হোমের সংযোগ স্থাপন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণ, কার্যকর চিকিৎসার পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট কর্মে অংশগ্রহণ, পরামর্শদান ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদন করতে পারে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – সমাজকর্মের শাখা

টপিক – ০৯ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১। কোনটি সমাজকর্মের বিশেষায়িত শাখা নয়?

ক. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
খ. বিদ্যালয় সমাজকর্ম
গ. রোগীকল্যাণ সমাজকর্ম
ঘ. প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম

২। নিচের কোনটি বিদ্যালয় সমাজকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়?

ক. ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়ন
খ. স্কুল পালানো
গ. শিশু-কিশোর সংগঠন
ঘ. স্কুল ব্যবস্থাপনা

৩। মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে নিচের কোন শাখাটি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট?

ক. চিকিৎসা সমাজকর্ম
খ. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
গ. প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম
ঘ. সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম

৪। নিচের কোন মানবিক সমস্যাটি স্বাভাবিক, সর্বজনীন এবং বিশ্বব্যাপী?

ক. জনসংখ্যা সমস্যা
খ. প্রবীণ জনসংখ্যা সমস্যা
গ. স্বাস্থ্যসেবা সমস্যা
ঘ. বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিচ্যুত আচরণগত সমস্যা

৫। চয়ন সাহেব সমাজকর্মে স্নাতোকত্তর ডিগ্রী নিয়ে মাদকাসক্তদের জন্য আরোগ্য নিকেতন নামে একটি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তার এ কাজ সমাজকর্মে কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত হবে?

ক. চিকিৎসা সমাজকর্ম
খ. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
গ. চিকিৎসা ও ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
ঘ. সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬। রেশমা বেগম পোশাক শিল্প শ্রমিকদের নেত্রী হিসেবে শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এ ক্ষেত্রে রেশমা বেগমকে কী বলা যাবে?

ক. চিকিৎসা সমাজকর্মী
খ. শিল্প সমাজকর্মী
গ. সমাজসংস্কার কর্মী
ঘ. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মী

৭। সমাজকর্মের প্রতিটি শাখারই সাধারণ বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক. সমাজসংস্কারে ভূমিকা রাখে
খ. লক্ষ্য এক ও অভিন্ন
গ. পারস্পরিক সহমর্মিতা সৃষ্টির অনুশীলন করে
ঘ. নির্দিষ্ট মানবিক সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে অনুশীলন করা হয়।

৮। মানুষের চাহিদার স্বরূপ কী?

ক. বহুমুখী
খ. জটিল
গ. পরস্পর নির্ভরশীল
ঘ. উপরের সবগুলো সঠিক

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯ ও ১০, নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

এ রহমান সাহেব সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে চাঁদপুর জেলায় নিজ গ্রামে বসবাস শুরু করেন। যৌথ পরিবারে বসবাস করেন বলে প্রবীণ বয়সের একাকীত্ব তেমন অনুভব করেন না। নাতি-নাতনীদের সঙ্গে খেলাধূলা এবং কৃষিকাজ দেখাশোনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। স্বাস্থ্যগত সমস্যার জন্য মাঝে মাঝে তাকে শহরে আসতে হয়। তাঁর গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত।

৯। রহমান সাহেবের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সমাজকর্মের কোন শাখাটি সংশ্লিষ্ট?

ক. শিল্প সমাজকর্ম
খ. চিকিৎসা সমাজকর্ম
গ. বিদ্যালয় সমাজকর্ম
ঘ. প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম

১০। সমাজকর্মের বিশেষ শাখা হলো-

ক. দল সমাজকর্ম,
খ. ব্যক্তি সমাজকর্ম
গ. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
ঘ. সমষ্টি সমাজকর্ম

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – সমাজকর্মের শাখা

টপিক – ১০ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

শিহাব ও নাছিমা মতিঝিল সরকারি প্রাইমারী স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। তাদের দাদা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা মতলুব সাহেব তাদেরকে বিদ্যালয়ে আনা নেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু বয়সের ভারে মাঝে মাঝেই তিনি শারিরীকভাবে অসুস্থ অথবা মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এতে করে শিহাব ও নাছিমার স্কুলে যাওয়া আসা বিঘ্নিত হয়। শিহাবের বাবা বিষয়টি লক্ষ করেন। তিনি তার বাবার সমস্যা বুঝতে চেষ্টা করেন। তিনি বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা করে দেখেন যে প্রবীণদের এ ধরনের সমস্যা থাকাটা স্বাভাবিক। তাদের পছন্দের কাজে ব্যস্ত রাখতে পারলে এ ধরনের সমস্যা অনেকটাই দূর করা সম্ভব। তিনি জানেন যে, তার বাবা পড়াশোনা করতে ভালোবাসেন। তাই তিনি বাড়িতেই ছোটখাট একটি পাঠাগারের মতো করে দেন। এরপর থেকে পড়াশোনার মাঝে প্রবীণ বাবার সময় ভালোই কাটতে থাকে।

ক. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কাদেরকে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে?

খ. প্রবীণ সমস্যা স্বাভাবিক, সর্বজনীন এবং বিশ্বব্যাপী। কীভাবে? বুঝিয়ে লিখ।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মতলুব সাহেবের জন্য তার পুত্র কর্তৃ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখার প্রতিনিধিত্ব করে। -ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রবীণ কল্যাণে সমাজকর্মীর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

বিজলি আহমেদ ঢাকার অদূরে সাভারে বাস করেন। গার্মেন্টস শ্রমিক সীমা ও তার স্বামী তার বাড়িতে ভাড়া থাকে। মাসের শেষে প্রায়শ সীমা বাড়ি ভাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। সীমা ও তার স্বামী যে বেতন পায় তা দিয়ে চারজনের সংসার চালানো কষ্টকর। অন্যান্য শ্রমিকদের মতো তারাও মাঝে মাঝে বেতন বৃদ্ধির জন্য মালিকের নিকট দাবি জানায়। গ্রার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়ন মজুরি বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালায়। একদিন সীমা অসুস্থ্য স্বামীকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করায়। বিজলি আহমেদ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ের সাহায্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন।

ক. চিকিৎসা সমাজকর্মের প্রধান লক্ষ্য কী?

খ. একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী কী ভূমিকা পালন করেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সীমার সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের কোন শাখা ভূমিকা পালন করতে পারে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সীমার সমস্যা এবং তার অসুস্থ স্বামীর সমস্যা সমাজকর্মের দুটি ভিন্ন ভিন্ন শাখার অন্তর্ভুক্ত। বিশ্লেষণ কর।

THANK YOU